Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 389 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 389 - 394
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার
Email ID : manikpaul10@gmal.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Nationalism, civilization, Swadeshi, boycott, world war, fascism, fundamental, culture, imperialist.

Abstract
Rabindranath Tagore is one of the learned scholars of our country who have eloquently expressed his views on nation and nationalism. According to Rabindranath Tagore, nationalism originates from the individual or group's desire for independence. Rabindranath Tagore's transformation of these thoughts can be seen in a long essay titled 'History of India' in 1902 where he expanded his concept of history. According to him, European history is state-centric, and its basis is aggression, whereas Indian civilization stands on harmony, religious unity. The idea of a unified religious civilization in India became a fundamental element of nationalist thought. The first step of Indian nationalism was the Swadeshi movement of 1905 AD against the British which spread widely in India. Through this movement, Indian people were encouraged to boycott British products and use indigenous products. The publication of the book 'Nationalism' in 1917 ushered in a new phase of Rabindranath's thought on civilization. Rabindranath's thought was an understanding of nationalism based on a cosmopolitan Indian philosophy. Rabindranath ultimately optimistically says that the true goal of civilization is to unite all men.

Discussion

‘নেশন’ শব্দটির বাঙলা কী হবে এ নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন জেলে আটক বিপ্লবী রেবতীমোহন বর্মণ। রবীন্দ্রনাথের মত জানতে চেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল বাঙলা প্রতিশব্দ না খুঁজে নেশনকে নেশন লেখাই ভালো।[১] তবে নেশনের প্রতিশব্দ হিসেবে জাতি কথাটি এখন চালু হয়ে গেছে। তার থেকে যাবতীয় বিশেষণ ও অন্যান্য বিশেষ্যরূপও তৈরি হয়েছে যথা- জাতীয়, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়করণ ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদ হল স্বতন্ত্রবাদী গতিশীল তত্ত্ব, সময়ের সাথে সাথে মানুষ নিজেদের মধ্যে সংগঠনের অভাব অনুভব করতে থাকে। তাদের মধ্যে জাতির ধারণা বিকশিত হয় বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে, আমেরিকার নতুন দেশগুলিকে অনুপ্রবেশ করানোর পরে সারা বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান ঘটে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আত্মস্বতন্ত্র ইচ্ছা থেকেই ন্যাশনালিজমের উৎপত্তি। স্থান, কাল ভেদে এর বিষয়বস্তু ভিন্ন। জাতীয়তাবাদের বিষয়ে জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন ‘প্রাচীন রোমক পুরাণের জ্ঞানদায়িনী দেবী মিনার্ভার পেঁচা সাঁঝের আঁধারেই তার পাখা মেলে বের হতো’। জাতীয়তাবাদ বা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 389 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন্যাশনালিজম কথাটির প্রচলন হয় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে, ইউরোপে ক্ষমতাভোগীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বা অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ একাধারে যেমন কবি, দার্শনিক, সুলেখক, সুপন্ডিত তেমনি অন্যদিকে তিনি ঋষি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব রসে পুষ্ট তিনি গীতাঞ্জলি রচয়িতা, এছাড়াও 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' এর রচয়িতা। তিনি অসংখ্য ধর্ম সংগীতও রচনা করেছিলেন। কাব্যে, সংগীতে, গল্পে, নাট্যে, উপন্যাসে তিনি নিজের আনন্দ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ম প্রচেষ্টায় শিক্ষাদান ও প্রচারে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখায় আধ্যাত্মবোধ ও তাহার প্রচারেও কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। নানা দেশের নানা যুগের ইতিহাস তার কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে অলংকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক কথায় অদ্বিতীয় কবি অদ্বিতীয় রূপ স্রষ্টা। তিনিই প্রথম কবি যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের হতিহাসপ্রেক্ষিতে তাহাঁর দৃষ্টি সম্পসারিত করেছেন শুধু তাই নয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমশ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাক।[২]

রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে নেশন কি প্রবন্ধে বলেছেন 'স্বীকার করিতে হইবে বাংলায় নেশন কথার প্রতিশব্দ নাই চলিত ভাষার সাধারণ জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরেজিতে যাহাকে race বলে তাহাও বুঝাইয়া থাকে। কবির ভাষায় নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ Rভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়'... 'নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছু মাত্র সংকোচবোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাজ হইতে পাইয়াছি ভাষাটাও ইংরেজি রাখিয়া ঋণ শিকার করিতে প্রস্তুত আছি'।

'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থের তিনটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম প্রসঙ্গে তার তৎকালীন বক্তব্যকে সজোরে ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু ন্যাশনালিজম প্রসঙ্গে সামগ্রিক বিশ্লেষণের পথে যাননি। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল 'নেশন স্টেট' এর ধারণা দাঁড়িয়ে থাকে এক ধরনের সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতার ওপর যা কখনোই মানব সভ্যতার আদর্শ হতে পারেনা। এই নেশন স্টেট পরবর্তীতে জাতিগত বিদ্বেষ ভেদাভেদ ও হানাহানিতে পর্যবশিত হয়। তার কাছে নেশন স্টেট ছিল এক ভয়াবহ বিমূর্ত বস্তু।

১৮৭৭ সালে ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন ঝাঁসির রানীকে নিয়ে। ১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিং এবং শিখ ধর্মের উদ্ধার নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আগ্রহে, যা সেই সময়কার বঙ্গ সংস্কৃতিতে চলতে থাকা রোমান্টিক ভাবধারারই অন্যতম অঙ্গ ছিল। তার লেখাতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ বিচারবোধ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যা চলতি বাঙালি ভাবধারার বিপরীতেই গিয়েছে। লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়া টুপি এবং কুয়ার সিংহকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে দেশভক্ত হিসেবে তাঁদের বীরত্ব গাঁথা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি বটে কিন্তু তাদের কীর্তি নিয়ে অহংকার করার কোন অধিকার আমাদের নেই। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা যে নগণ্য ছিল সেই সত্যতার প্রতি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। এই প্রথম ধিক্কার প্রবন্ধগুলি থেকে মূল যে ধারণা উঠে এসেছে, তা হল ভারতের প্রয়োজন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল যে, সাম্প্রতিক কালে তিনি ভারতের নতুন একটা জাতীয় চেতনা উদয় হতে দেখেছেন যা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন করে একটা আগ্রহ জন্ম দিয়েছে, এমন জাতীয় চেতনার সঙ্গে যে ইতিহাস ক্ষুধার উদ্ভব হয়েছে তাতে মনে হয় যে –

> "কংগ্রেস বৎসর বৎসর কেবল রাজপ্রাসাদে কতগুলি বিফল দরখাস্ত দর্শন করে নাই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ গুলিকে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর করিয়া নিয়া আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ভাবের বীজ বপন করিতেছে।"[৩]

এইসব চিন্তা ভাবনা রূপান্তর দেখা যায় ১৯০২ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে যেখানে নিজের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণাটিকে বিস্তৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 389 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হয়েছে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এবার রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে যথা- ইউরোপ এবং ভারতের সভ্যতার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে আর সেই কারণে ইউরোপীয় চশমায় দেখলে ভারতের ইতিহাস সভ্যতার একটি বিকৃত ছবি উঠে আসবে। ইউরোপের ইতিহাস রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আর তার ভিত্তি হল আগ্রাসন অপরদিকে ভারতীয় সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে সমন্বয় ধর্মীয় ঐক্যের উপর।[৪] ভারতের সমন্বয় ধর্মী সভ্যতা ধারণাটি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার একটি মৌলিক উপাদান হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ একজন সংবেদনশীল স্বদেশী ব্যক্তিত্ব। ১৮৬৭ সালে শুরু হওয়া হিন্দুমেলার সময় থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ হয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ রাজশক্তির বর্বরতার প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে 'নাইট' উপাধি পদত্যাগ সবকিছুতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, এমনকি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে দেশের মানুষের কল্যাণে আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ হতে সকল বাঙালিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রথম পদক্ষেপ হল ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার বন্ধ করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা জাতীয় আত্মসচেতনতা এবং নিজস্ব অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যা ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। শিক্ষিত সমাজে দেশের প্রতি জাতীয় চেতনা জাগ্রত হলেও গ্রামগঞ্জের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে কোন জাতীয় চেতনা ছিল না। ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ। ফলে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সর্বস্তরের মানুষের। জাতীয় শিক্ষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা তিনটি ঘটনার প্রেক্ষিতে – ১. ১৯০৫ খ্রিঃ ১৯ শে জুলাই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, ২. ২১ অক্টোবর কুখ্যাত কার্লাইল ঘোষণা নামা, ৩. রংপুর স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অপমানকর মনোভাব। এরই প্রতিবাদে ১৯০৬ খ্রিঃ ১১ই মার্চ ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেক্ষাগৃহে জাতীয়তাবাদীরা সমবেত হয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে সোচ্চার হওয়ার জন্য সমাবেশ করেন এবং মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা হয়। যার অন্যতম পথিকৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তথ্যবোধিনী' পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে স্বদেশিকতার বীজ বপন করা। তার এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় কুমার দত্ত। মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইংরেজি শিক্ষার সুফল দেশের জনসমাজে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সার্বিক উন্নতি এবং হিতসাধন অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ তে লিখিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত যা লিখে গেছেন সেই প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার যা বিবরণ দিয়েছেন তা এই রূপ 'রবীন্দ্রনাথের মতে দেশের কাজ বলিতে যে একটা রাজনৈতিক ধোঁয়া উঠিয়াছে, তাহা শূন্য গর্ভ কথা মাত্র; কারণ দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য না করিলে দেশের উন্নতি হয় না। অথচ দেশবাসী যখন অত্যাচারে উৎপীড়িত, অণ্ণবস্ত্রাভাবে ক্ষীণ, তখন রাজনৈতিক নেতারা ঐসব দুঃখ আধিব্যাধি নিবারণের জন্য ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হন। দেশবাসীর প্রতি যে দেশবাসীর কোন কর্তব্য আছে তাহা উদ্বুদ্ধ করিবার কোন প্রয়াস তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাকেই তিনি দেশের পরিচয়হীন সেবা বিমুখ আন্দোলন বলিয়া নিন্দা করেন। 'হাতে-কলমে' কাজের একটি উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করলেন, তিনি বলিলেন, 'আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ কতৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা না একটা শুনিতেই হয়'। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যে শক্তি তাহাকেই তিনি যথার্থ দেশের জন্য 'হাতে-কলমে' কাজ বলিলেন সভা বা agitation নয়'।[৫]

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'[৬] প্রবন্ধ তে তিনি বহুত্ব কে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতীয়তার ইউরোপীয় ধারণা তীব্র সমালোচিত ও পরিবর্তিত হয়। ১৯১৭ সালে 'ন্যাশনালিজম' বইটির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার এক নতুন পর্ব সূচনা করে। এই বইটি ইংরেজিতে হওয়ার কারণে প্রভূত নজর কেড়েছিল, এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লিখেছেন। ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত তার আমেরিকা ও জাপান সফরে দেওয়া ভাষণ গুলি এতে খসরা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

ইতিহাসবিদ ইপি থমসন সম্প্রতি এই প্রবন্ধগুলি সম্পাদন করেছেন এবং তার মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মননের উপর বিশ্বযুদ্ধের যে স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তিনি।[৮]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই যুদ্ধ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত চরিত্রকে উদঘাটন করেছে। ইউরোপের মাটি থেকে এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে যা সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলেছে। যার নিহিত প্রবণতা মাংসাশী এবং মরা খাদক তার প্রধান খাদ্য হলো অন্য জাতির সম্বল অপরের ভবিষ্যৎকে গিলে ফেলতে চাইছে তা।[৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতে কখনোই প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদের কোন ধারণা ছিল না। ছোটবেলা থেকে যদিও আমাদের শেখানো হয়েছে যে দেশকে পূজা করা ঈশ্বর বা মনুষ্যত্বের আরাধনার চেয়ে মহোত্তম। আমার বিশ্বাস সেই শিক্ষা আমি পেয়ে এসেছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তার দৃঢ় বিশ্বাস মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে একটা দেশ মহাত্মক এমন ধারণা পোষণ করা ভ্রান্তিমূলক। ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ সমূহ আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের পথ ধরে বিবর্তিত হয়েছে এবং ভারত অন্য জাতির ইতিহাস ধার করে চলতে পারেনা। ইতিহাস বলতে ইউরোপীয় জাতির ইতিহাস, যারা নিজেদের একটা জাতীয় আত্মপরিচয় গড়ে তুলেছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে ভারতের অতীতের মহিমাকীর্তনের প্রবণতাকেও সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতন্ত্র মূলক। সেজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস কুয়াশার মতো আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করেছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করতে দিতে বাধা দিচ্ছে। তবুও যত সুন্দরই থাক রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আশাবাদী হয়ে বলেছেন ‘সভ্যতার প্রকৃত লক্ষ্য হল সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা’।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল বিশ্বকেন্দ্রিক ভারতীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে তার জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি। ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদের বিস্তারকে মন্দ মহামারী হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই ভয়াবহতাকে লক্ষ্য করেই তিনি জাপান ও ইউরোপের ন্যাশনালিজমের নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজলব্ধ মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্যক্তি মনের স্বাধীনতাও গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদী বা উগ্র জাতীয়তাবাদ এর তীব্র বিরোধী ছিলেন। আফ্রিকাবাসীদের প্রতি ফ্যাসিস্টদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ এবং লীগ অফ নেশনের উদাসীন ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন।

ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ সম্পর্কে এক পত্রে কবি তাহাঁর মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেন-

> “I Keenly feel the absurdity of raising my voice against an act of unscrupulous and virulent imperialism of this kind when it is pitiably feeble against all cases that vitally concern our selves.”[১০]

ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি লিখেছেন। এই কবিতায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রসূত মানব সভ্যতাকে তুলে ধরেছেন-

“আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো ‘ক্ষমা করো’
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।”[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 389 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার বলেছেন, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে ছেড়ে সুস্থ সহবস্থানের মধ্য দিয়ে গোঁড়ামি মুক্ত সমাজ চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তার ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে এই কথা জানান দিয়েছেন ভারতের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার রেখাপাত করে –

> “সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন - বস্ত্র - শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ যার কোন তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে।”[১২]

রবীন্দ্রনাথ তার চতুর্পার্শ্বে জনজীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতকে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন বলেই তার চিন্তাকে গদ্যে প্রকাশ করেছেন। ১৮৯০ তে প্রকাশিত ‘মানসি’ কাব্যের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বনফুল, ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যা সংগীত প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ করলেই জানা যায় প্রভাত সঙ্গীতের সময় থেকেই তার মধ্যে মানবতার জাগরন ঘটে। মানুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা আনন্দ জেগে ওঠে তিনি মানব লোককে বিশ্বমানব লোক বলেন এবং এই শব্দটির মাধ্যমে তিনি সমগ্র মানবিক অস্তিত্বের জগতকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন মানুষ কোন সমাজ কোন দেশের নয়, তার মতে মানবতাই সব, জাতীয়তাবাদ তুচ্ছ। শুধু গদ্যে নয়, পদ্যেও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বদেশ ও সমাজের নানা আলোড়ন ও পরিবর্তন নিয়ে নানা বিচার মূলক আলোচনা প্রকাশ করেছেন। ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের কবিতাগুলি তার দৃষ্টান্ত। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব জাহ্নবী বারি,
জ্ঞান কর্ম তে পুণ্য কাহিনী।
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে।[১৩]

‘আহ্বানগীত’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালিকে মানবজাতির জয়যাত্রার পথে আহ্বান জানিয়েছেন–

‘আছে ইতিহাস, আছে কুলমান,
আছে মহত্বের খনি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন তার প্রতিধ্বনি’। [১৪]

১৯১০ সালে প্রকাশিত ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ -এর সেই বিখ্যাত উক্তি–

> “আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাত আমার জাত সকলের অন্নই আমার অন্ন’।

আনন্দময়ী কে বলল,

> ‘মা তুমি আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলী। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।”[১৫]

আবার তার ‘জনগণমন’গানটির মধ্যে তিনি নিবিড় জাতীয়তাবোধকে প্রকাশ করেছেন। তাতে ভারতবর্ষে নানা ধর্ম, নানা প্রদেশ, নানা ভাষার অধিষ্ঠাতা ঐক্যবিধায়ক ভারত বিধাতারই বন্দনি। ভারতবর্ষকে তিনি দেখেছেন নিজ নিজ ধর্মের অভিমান বর্জিত এক মানব জাতির তীর্থ ভূমিরূপে। তিনি ভারত ঐতিহ্যের একটি সামগ্রিক রূপ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তার-ই ধ্যান আমাদের মনে ও হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 389 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. ভট্টাচার্য. রামকৃষ্ণ, বঙ্গভঙ্গ : স্বদেশী : বিপ্লববাদ, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৪৮
২. রায়. নীহাররঞ্জন, ভারতীয় ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ, দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৪, পৃ. ৯৪
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ঐতিহাসিক চিত্র' ইতিহাস (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১৪০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গদর্শন ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ১৯০২ সংশোধন ও পূর্ণ মুদ্রণ ১৯০৫ এবং ১৯০৮ পৃ. ৮ – ৯
৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, হাতে কলমে, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭০, পৃ. ১৮৭
৬. Andrew Robinson and Krishna Dutta (ed), Rabindranath Tagore: The Myriad - minded Man, Bloomsbury, London, 1966, P. 21
৭. Rabindranath Tagore, Nationalism(ed). E. P. Thompson, Papermac, London, 1992
৮. Rabindranath Tagore, Nationalism, Sisir Kumar Das(ed), The English Writings of Rabindranath Tagore (Sahitya Academi, Delhi, 1996, Macmillan New York,1917) vol. II, p. 440
৯. Ebid. p. 456
১০. মজুমদার. নেপাল, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ড, দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫২
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আফ্রিকা, পএ পুট কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৬ সংখ্যক কবিতা
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সভ্যতার সংকট, (কালান্তর) বিশ্বভারতী, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮৭
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গভূমির প্রতি, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আহ্বানগীত, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গোরা, পরিশিষ্ট অংশ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪৯